দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তাং ..23 NOV 1988.. ...
পৃষ্ঠা... .. ...৫ কলাম ৩ ... ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

ষাইটকাহন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক চাই

কিশোরগঞ্জ জেলাস্থ পাকুন্দিয়া উপজেলার অধীন ৯ নং চণ্ডিপাশা ইউনিয়নের অন্তর্গত ষাইটকাহন প্রাথমিক বিদ্যালয়টির বয়স ৮০ বৎসরের উর্ধ্বে। বর্তমানে এই স্কুলটিতে ৩১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত। ছাত্র-ছাত্রীদের আনুপাতিক হারে ৬ জন শিক্ষক আবশ্যক তথাপি এখানে বহুদিন যাবৎ ৫ জন শিক্ষক কার্যরত ছিলেন।

প্রায় ৩।৪ বৎসর পূর্বে এখানকার একজন শিক্ষককে প্রশাসনিক কারণে অন্যত্র বদলি করিয়া ভৈরব উপজেলা হইতে আরেকজনকে এখানে দেওয়া হয়। এখানে প্রায় এক বৎসর চাকরি করার পর তাহাকে ডিক্রিরচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরাইয়া নিয়া যাওয়া হয় প্রায় দুই বৎসর পূর্বে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহাকে ষাইটকাহন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কার্যরত দেখাইয়া তাঁহার বেতন দেওয়া হইতেছে। আমরা বহুবার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আমাদের স্কুলে তাহার স্থলে অন্য একজন শিক্ষক দিবার জন্য অথবা তাঁহাকেই এখানে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু দেই দিচ্ছি করিয়া তাহারা এই পর্যন্ত পাশ কাটাইয়াছে। এখন শোনা যাইতেছে যে, এখানে মোট ৪ জন শিক্ষক রাখিয়া তাহাকে ডিক্রিরচর বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে বদলি করা হইয়াছে।

এদিকে ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এখানকার প্রধান শিক্ষক অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে অন্য একজন প্রধান শিক্ষক দিবার জন্যও আমরা অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু কোন ফলোদয় হইতেছে না।

সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে প্রাথমিক শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে বলিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি। এখানকার পরিস্থিতি দেখিয়া ইহা কি একটা প্রহসন মনে করা অন্যায় হইবে?

এখন আমাদের এই বিদ্যালয়ে মোট ৩ জন শিক্ষক কার্যরত। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে যিনি আছেন তাহাকে প্রায়ই সরকারী কার্যোপলক্ষে পাকুন্দিয়া যাইতে হয়। বাকী মাত্র ২ জন শিক্ষক যাহারা রুটিন মাফিক স্কুলে হাজিরা দেন আর ৩১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী নাম মাত্র বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করিতেছে। আমি এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সিরাজুল ইসলাম হায়দার,
গ্রাম-ষাইটকাহন, চেয়ারম্যান
বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি,
প্রাক্তন চেয়ারম্যান ৯ নং
চণ্ডিপাশা ইউনিয়ন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স পদ্ধতির জটিলতা এবং সেশন জট

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট সমস্যা দিন দিন প্রকট হতে চলেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে তেমন কোন করণীয় নেই। বর্তমানে প্রতিটি বিভাগে কোর্স পদ্ধতি চালু আছে। বাণিজ্য অনুষদে অবশ্য কোর্সটি সমন্বিত আকারে পড়ানো হচ্ছে। প্রচলিত কোর্স পদ্ধতি থেকে সুফল পাবার পরিবর্তে সমস্যার নতুন নতুন জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয়েছে। গতানুগতিকভাবে কন্ট্রোলার পরীক্ষাসমূহ রিমোট কন্ট্রোল করেন বলে নিজ নিজ বিভাগসমূহের সময়মতো পরীক্ষা নেবার ক্ষমতা নেই। বিভিন্ন বিভাগের কোর্স একসাথে শেষ হয় না। যে সব বিভাগ তাদের কোর্স যথারীতি শেষ করেছেন তাঁদেরকে অপেক্ষা করতে হয় যারা যথারীতি কোর্স শেষ করেননি তাদের জন্যে। এর ফলে সেশন পিছিয়ে যাচ্ছে। তাই পরীক্ষাসমূহ নিজ নিজ বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত করলে কোর্স পদ্ধতির কিছুটা সুফল পাওয়া যেতো। তাছাড়া, বই ও শিক্ষক স্বল্পতা, ফল প্রকাশে বিলম্ব এইসব কারণেও সেশন পিছিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে প্রচলিত কোর্স পদ্ধতি সফলতার পরিবর্তে বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেশন জটের কারণে বর্তমানে ৭টি একাডেমিক ব্যাচ বিদ্যমান থাকায় ক্যাম্পাসে আঠারো হাজারেরও অধিক ছাত্র অবস্থান করছে। যার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের মতই হলগুলো ও তার পরিবেশগত ভারসাম্য হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলোতে ছাত্ররা বাদুরঝুলা হয়ে ক্যাম্পাসে যাতায়াত করছে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর আশু সমাধানের লক্ষ্যে একটা সুষ্ঠু বাস্তবানুগ উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জীবন দেবনাথ,
প-১৩ শের-ই-বাংলা হল,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।